

কেউ আবরার ফাহাদকে বাঁচায়নি। মৃত্যুর মুহূর্তখানেক আগেও হয়ত ভেবেছে তিনি মায়ের কাছে যাবেন। ২৫ জন আসামীর একজনও আবরার ফাহাদকে বাঁচায়নি। আসামীরা আবরার ফাহাদকে পর্যায়ক্রমে পিটিয়েছে, ওরা ভাত খেয়েছে, ওরা সিগারেট খেয়েছে, ওরা একে অপরকে উৎসাহ দিয়েছে, ওরা আবারও আবরার ফাহাদকে পিটিয়েছে। প্রায় ৭ ঘন্টা লাগাতার মার খেতে খেতে আবরার ফাহাদ মারা গেছে। কেবলমাত্র মতের মিল হয়নি বলে ২৫জন আসামীরা মিলে আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

মার্ক নং-৬(৫) চিহ্নিত ১০/১০/২০১৯ইং তারিখ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত আবরার ফাহাদ হত্যার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলন করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের বিচারে নিজের দৃঢ় অবস্থানের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, “অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় যা-ই হোক না কেন- অবশ্যই সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।” গতকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, “কীসের ছাত্রলীগ, ছাত্রদল? অপরাধী কোন দলের সেটা বিবেচনায় আনা হবে না। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হবেই। অপরাধী অপরাধীই।” আবরার হত্যাকাণ্ডকে অমানবিক অভিহিত করে তিনি আরও বলেছেন, “একটা বাচ্চা ছেলে। ২১ বছর বয়স। তাকে কী অমানবিকভাবে হত্যা করেছে। পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। সে সাধারণ পরিবারের মেধাবী ছেলে। আমি তার মা-বাবার কষ্ট বুঝি। আমিও বছরের



9216  
Death Reference No. 01 of 2022

পর পর হত্যার বিচার চেয়ে পাইনি। আমাকে ৩৮ বছর বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। এটাও দেশবাসীর ভুলে গেলে চলবে না।”

সুতরাং উপরোক্ত সার্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনার আলোকে

রাষ্ট্রপক্ষ The Penal Code, 1860 এর ৩০২/৩৪/১০৯/১১৪ ধারার পোষকে সকল আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘটনায় জোরালো সন্ত্রস্ততা সম্পর্কে সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে Circumstantial evidence J Occular evidence দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হওয়ায় নিঃসন্দেহে সকল আসামীরা পরস্পর যোগসাজশে একে অপরের সহায়তায় শিবির সন্দেহে আবরার ফাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে তাকে হত্যা করেছে। যা বাংলাদেশের সকল মানুষকে ব্যথিত করেছে। বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ রাকী'র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর কখনো না ঘটে তা রোধকল্পে অত্র ট্রাইব্যুনালে সকল আসামীদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

উপরের আলোচনার আলোকে বিবেচ্য বিষয় সমূহ নিম্নপ্তি করা হলো।

অতএব,

আদেশ

হয় যে,

অত্র মোকদ্দমার আসামী (১) মেহেদী হাসান রাসেল, (২) মুনতাসির আল জেমি, (৩) খন্দকার তাবাক্কারুল ইসলাম ওরফে তানভীর, (৪) মোঃ সাদাত ওরফে এ এস এম নাজমুস সাদাত, (৫) মোঃ মিজানুর রহমান



9217  
Death Reference No. 01 of 2022

ওরফে মিজান, (৬) সামছুল আরেফিন রাফাত, (৭) মোঃ শামীম বিদ্বাহ, (৮) মোঃ মাজেদুর রহমান ওরফে মাজেদ, (৯) হোসেন মোহাম্মদ তোহা, (১০) মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, (১১) মোঃ মেহেদী হাসান রবিন ওরফে শান্ত, (১২) মোঃ মুজাহিদুর রহমান ওরফে মুজাহিদ, (১৩) মোঃ অনিক সরকার ওরফে অপু, (১৪) মোঃ মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন, (১৫) ইফতি মোশাররফ সকাল, (১৬) এস এম মাহমুদ সেতু, (১৭) মোঃ মোর্শেদ ওরফে মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম, (১৮) মুহাম্মদ মোর্শেদ-উজ-জামান মন্ডল ওরফে জিসান (পলাতক), (১৯) এহতেশামুল রাক্বী ওরফে তানিম (পলাতক) ও (২০) মুজতবা রাফিদ (পলাতক) কে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার দোষী সাব্যস্ত ক্রমে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আসামীদের গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র মামলার আসামী (১) মুহতাসিম ফুয়াদ, (২) মোঃ মোয়াজ ওরফে মোয়াজ আবু হোয়ায়রা ও (৩) মোঃ আকাশ হোসেনদের বিরুদ্ধে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হলো।



9218  
Death Reference No. 01 of 2022

অত্র মামলার আসামী ইসতিয়াক আহমেদ মুল্লার বিৰুদ্ধে ১৮৬০  
সালের দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪/১০৯ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত  
হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্তক্ৰমে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০,০০০/-  
(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ০১ (এক) বছরের সশ্রম  
কারাদণ্ড প্রদান করা হলো।

অত্র মামলার আসামী অমিত সাহা'র বিৰুদ্ধে ১৮৬০ সালের  
দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪/১১৪ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায়  
তাকে দোষী সাব্যস্তক্ৰমে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ  
হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড  
প্রদান করা হলো।

সাক্ষাৎ হাজতী আসামীদের প্রতি সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা  
হোক।

দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামীরা যে তারিখে ট্রাইব্যুনালে  
আত্মসমর্পণ করবেন কিংবা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ার তারিখ থেকে প্রদত্ত  
দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে।

দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের প্রতি ফৌজদারী পরোয়ানা ইস্যু করা  
হোক।

দণ্ডপ্রাপ্ত হাজতী আসামীগণ ফৌজদারী কার্যবিধি ৩৫এ ধারার  
সুবিধা গ্রহণ করেন।